ফার্মেসি অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

সূচিপত্র

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

২। সংজ্ঞা

৩। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা

৪। কাউন্সিল গঠন

৫। সদস্যগণের অযোগ্যতা

৬। নাম প্রকাশ

৭। পদের মেয়াদ

৮। সাময়িক শূন্যতা পূরণ

৯। শূন্যতা, ইত্যাদি কাউন্সিলের কার্যক্রমকে অবৈধ করিবে না

১০। সহ-সভাপতি নির্বাচন

১১। কাউন্সিলের কমিটি

১২। কাউন্সিলের সভা

১৩। কাউন্সিলের সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

১৪। অর্থ

১৫। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৬। বার্ষিক প্রতিবেদন

১৭। কাউন্সিলের কার্যাবলি

১৮। পরীক্ষা অনুমোদন

১৯। পাঠ্যক্রম অনুমোদন

২০। তথ্য প্রদান

২১। পরিদর্শক

২২। অনুমোদন প্রত্যাহার

২৩। রেজিস্টার প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ

২৪। ফার্মাসিস্ট বা ফার্মেসিতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্যতা

২৫। নিবন্ধনের পদ্ধতি

২৬। নিবন্ধন সনদ

২৭। সনদ প্রত্যাহার

২৮। ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের জন্য পরীক্ষা

২৯। পরীক্ষায় ভর্তির যোগ্যতা

৩০। নিবন্ধন ব্যতিত প্র্যাকটিস করিবার উপর নিষেধাজ্ঞা

৩১। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি

৩২। দায়মুক্তি

৩৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

৩৪। রহিতকরণ ও হেফাজত

[১]ফার্মেসি অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

১৯৭৬ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ

[৪ঠা মার্চ, ১৯৭৬]

ফার্মেসি এর প্র্যাকটিস নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ফার্মেসি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ*

যেহেতু ফার্মেসি এর প্র্যাকটিস নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি ফার্মেসি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন এবং প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতি, ২০শে আগস্ট, ১৯৭৫, এবং ৮ই নভেম্বর, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ফরমান অনুসারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**- এই অধ্যাদেশ ফার্মেসি অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,-

(ক) "অনুমোদিত" অর্থ ধারা ১৮ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ১৯ এর অধীন অনুমোদিত;

(খ) "কাউন্সিল" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের ফার্মেসি কাউন্সিল;

(গ) "মেডিকেল ইন্সটিটিউশন" অর্থ এইরূপ ইন্সটিটিউশন যাহার মেডিকেল যোগ্যতা মেডিকেল কাউন্সিল আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৩০ নং আইন) এর অধীন স্বীকৃত;

(ঘ) "ফার্মাসিস্ট" অর্থ এমন ব্যক্তি, যিনি বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ফি, বেতন অথবা অন্যান্য পনের বিনিময়ে কোনো ব্যবস্থাপত্র (prescription) প্রদানের জন্য কোনো ঔষধ, ড্রাগ অথবা প্রস্তুত ঔষধ (pharmaceutical preparation) সম্পর্কিত উৎপাদন, প্রস্তুত, সরবরাহ, বিক্রয় বা সেবা প্রদান করেন।

৩। **কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।-** (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর যথাশিঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে যাহা বাংলাদেশে ফার্মেসি কাউন্সিল নামে অভিহিত হইবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং একটি সাধারণ সিল মোহর থাকিবে, অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং উহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **কাউন্সিল গঠন।-** (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিল নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সচিব, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, *পদাধিকারবলে,* যিনি কাউন্সিলের সভাপতিও হইবেন, যদি না সরকার অন্য কোনো কর্মকর্তাকে সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করে;

(খ) দফা (ক) এর অধীন যদি কোনো কর্মকর্তাকে কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করা হয়;

---

১ *বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর আপিল বিভাগ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নম্বর ১০৪৪ ও ১০৪৫ অব ২০০৯ এ অধ্যাদেশটি অবৈধ এবং অস্থিত্বহীন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং পরবর্তীতে ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সনের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে অধ্যাদেশটিকে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ন্যায় কার্যকরতা প্রদান করা হইয়াছে।

(গ) স্বাস্থ্য সেবার পরিচালকগণ, *পদাধিকারবলে;*

(ঘ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান, *পদাধিকারবলে;*

(ঙ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের প্রধান, *পদাধিকারবলে;*

(চ) বাংলাদেশে অবস্থিত মেডিকেল ইন্সটিটিউশন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত চারজন ব্যক্তি তন্মধ্যে একজন হইবেন মেডিসিনের অধ্যাপক এবং একজন হইবেন ফার্মাকোলজির অধ্যাপক [২][এবং একজন হইবেন উপযুক্ত ফার্মাসিস্ট];

(ছ) বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত ফার্মাসিস্ট;

(জ) বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তি;

(ঝ) বাংলাদেশ ক্যামিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত ফার্মাসিস্ট;

(ঞ) সংগঠন নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ২১ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত তিনজন ব্যক্তি।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর [৩][দফা (চ)] এর অধীন তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সদস্য সংখ্যা হ্রাস করা হইলে, কোনো সদস্যের তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকা এবং দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলিবে না।

৫। **সদস্যগণের অযোগ্যতা।-** কোনো ব্যক্তি, মেডিকেল ইন্সটিটিউশনের অধ্যাপক ব্যতিত, কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে মনোনয়নের যোগ্য হইবেন না, যদি না তিনি একজন নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট হন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই অধ্যাদেশের অধীন ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধিত হইবার যোগ্য ব্যক্তি উক্তরূপ মনোনয়নের যোগ্য হইবেন।

৬। **নাম প্রকাশ।-** সরকার কাউন্সিলের সদস্যগণের নাম অথবা দাপ্তরিক পদবি (title) সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৭। **পদের মেয়াদ।-** (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, *পদাধিকারবলে* সদস্য ব্যতিত অন্যান্য সদস্য যে দিন যোগদান করিবেন সেই দিন হইতে তিন বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং পুনঃমনোনয়নের যোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, একজন সদস্য, তাহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্বেও, তাহার স্থলাভিষিক্ত সদস্য যোগদান না করা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) যদি সরকার, কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সুপারিশের ভিত্তিতে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, *পদাধিকারবলে* সদস্য ব্যতিত অন্য কোনো সদস্য তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিয়াছেন অথবা পেশাগত অসদাচরণ বা অসম্মানজনক আচরণের অপরাধ করিয়াছেন অথবা ভিন্নভাবে তিনি সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে

---

[২] "এবং একজন হইবেন উপযুক্ত ফার্মাসিস্ট" শব্দগুলি ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ২ ধারা দ্বারা সংযোজিত।

[৩] "দফা (ছ)" শব্দ, বন্ধনি ও বর্ণের পরিবর্তে "দফা (চ)" শব্দ, বন্ধনি ও বর্ণ ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

সক্ষম নন, তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে; এবং উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন জারির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সদস্যের পদ শূন্য হইবে।

৮। **সাময়িক শূন্যতা পূরণ।-** কোনো সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের কারণে কোনো পদে সাময়িক শূন্যতা সৃষ্টি হইলে, উক্ত সদস্যের অবশিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করিবার জন্য, ছয় মাসের কম হইবে না, উক্তরূপ সদস্যকে যে পদ্ধতিতে মনোনয়ন প্রদান করা হইয়াছিল সেই একই পদ্ধতিতে তাহার স্থলে অন্য কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে।

৯। **শূন্যতা, ইত্যাদি কাউন্সিলের কার্যক্রমকে অবৈধ করিবে না।-** কেবল কোনো পদে শূন্যতা বা কাউন্সিল গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

১০। **সহ-সভাপতি নির্বাচন।-** (১) কাউন্সিল প্রতি বৎসর *পদাধিকারবলে* সদস্য ব্যতিত অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন সদস্যকে কাউন্সিলের সহ-সভাপতি হিসাবে নির্বাচন করিবে এবং উক্তরূপ নির্বাচিত সহ-সভাপতি এক বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং তিনি পুননির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সহ-সভাপতি, তাহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্বেও, তাহার স্থলাভিষিক্ত কেহ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সহ-সভাপিত কাউন্সিল কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং, সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতিরও দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। **কাউন্সিলের কমিটি।-** (১) কাউন্সিল উহার দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটি উহার দায়িত্ব দক্ষভাবে পালনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তির সহায়তা বা পরামর্শ প্রয়োজন হইবে, সেই ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

১২। **কাউন্সিলের সভা।-** (১) প্রবিধান দ্বারা যে সময় ও স্থান নির্ধারিত হইবে সেই সময় ও স্থানে কাউন্সিল সভা আহব্বান করিবে, এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিলের সভা আহুত ও পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কাউন্সিলের সভাপতি, প্রত্যেক সদস্যকে নোটিশ প্রদান করিয়া, যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ সময় ও স্থানে এবং পদ্ধতিতে সভা আহব্বান ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) সভাপতি বা, তাহার অনুপস্থিতিতে, সহ-সভাপতি কাউন্সিলের প্রত্যেক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং, সভাপতি এবং সহ-সভাপতি উভয়ের অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচন করিবেন।

১৩। **কাউন্সিলের সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।-** (১) কাউন্সিল, সরকারের অনুমোদনক্রমে, ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজনকে সচিব হিসাবে তদকর্তৃক উপযুক্ত মেয়াদ ও শর্তে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। **অর্থ।-** কাউন্সিলের তহবিল এই অধ্যাদেশের অধীন প্রাপ্ত ফি এবং সরকার কর্তৃক উহার অধীন ন্যস্তকৃত অর্থ সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

১৫। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।-** (১) কাউন্সিল যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অথবা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহা হিসাব-নিরীক্ষক কর্তৃক উপযুক্ত পদ্ধতিতে কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

১৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন।-** কাউন্সিল প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পর যতদ্রুত সম্ভব একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে উক্ত বৎসরে তদ্‌কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলিসহ প্রাপ্ত অর্থ ও খরচের বিবরণী থাকিবে।

১৭। **কাউন্সিলের কার্যাবলি।-** কাউন্সিলের কার্যাবলি হইবে-

(ক) ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের ফার্মেসির উপর পরীক্ষাসমূহের অনুমোদন করা;

(খ) অনুমোদিত পরীক্ষাসমূহের বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা;

(গ) অনুমোদিত পরীক্ষাসমূহে ভর্তি (admission) হইবার উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম এবং ফার্মেসিতে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ অনুমোদন করা;

(ঘ) কোনো অনুমোদিত পরীক্ষায় প্রার্থীর ভর্তির জন্য শর্তাবলি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা;

(ঙ) অনুমোদিত পাঠ্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মানদণ্ড নির্ধারণ করা;

(চ) ছাত্রদের জন্য প্রাপ্য উপকরণ ও সুবিধাদি নির্ধারণ করা;

(ছ) ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের জন্য ফার্মেসির উপর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার স্বীকৃতি প্রদান করা;

(জ) ফার্মেসির উপর পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করানো;

(ঝ) ফার্মাসিস্ট ও ফার্মেসির উপর শিক্ষানবিসগণের রেজিস্টার প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করা;

(ঞ) ফার্মাসিস্টদের নিবন্ধন এবং নিবন্ধন সনদ প্রদান করা;

(ট) ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা;

(ঠ) এই অধ্যাদেশের অধীন বা দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা চাহিত অন্যান্য কার্য সম্পাদান বা দায়িত্ব পালন করা।

১৮। **পরীক্ষা অনুমোদন।-** (১) কাউন্সিল ব্যতিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ, যাহারা ফার্মেসির উপর পরীক্ষা গ্রহণ করে, এই অধ্যাদেশের অধীন যোগ্য ব্যক্তিদের ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের জন্য পরীক্ষা অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিবে।

(২) কাউন্সিল তদ্‌কর্তৃক উপযুক্ত তদন্তের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন যে পরীক্ষার অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে উহা এই অধ্যাদেশ ও প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহা হইলে পরীক্ষা অনুমোদন করিবে এবং, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিবে যে, এই অধ্যাদেশের অধীন ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ইহা একটি অনুমোদিত পরীক্ষা।

১৯। **পাঠ্যক্রম অনুমোদন।-** (১) কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ, যাহার ফার্মেসির উপর পাঠ্যক্রম পরিচালনা করে, কোনো অনুমোদিত পরীক্ষায় ভর্তি হইবার উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিবে।

(২) কাউন্সিল, তদ্‌কর্তৃক উপযুক্ত তদন্তের পর, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন যে পাঠ্যক্রম অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে উহা এই অধ্যাদেশ ও প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহা হইলে আবেদনের সহিত উহার পরামর্শ সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং, সরকার কর্তৃক পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হইলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিবে যে, কোনো অনুমোদিত পরীক্ষায় ভর্তি হইবার জন্য ইহা একটি অনুমোদিত পাঠ্যক্রম।

২০। **তথ্য প্রদান।-** ধারা ১৮ এব অধীন পরীক্ষা বা ধারা ১৯ এর অধীন পাঠ্যক্রম অনুমোদনের জন্য আবেদনকারী, অথবা অনুমোদিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানকারী বা অনুমোদিত পাঠ্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, চাহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রদান করিবে-

(ক) পাঠ্যক্রম পরিচালনা বা প্রশিক্ষণ প্রদান;

(খ) পরীক্ষা অনুষ্ঠান;

(গ) পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের বয়স;

(ঘ) ছাত্রদেরকে প্রদত্ত উপকরণ ও সুবিধাদি;

(ঙ) পাঠ্যক্রম, প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষা এবং শিক্ষার মানদণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত সাধারণ বিষয়াবলি।

২১। **পরিদর্শক।-** (১) প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য কাউন্সিল তদ্‌কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিলের সভাপতি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, পরিদর্শক-

(ক) অনুমোদিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানকারী বা অনুমোদিত পাঠ্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় উপস্থিত থাকিতে পারিবে;

(খ) অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বা পরিচালিত পাঠ্যক্রম অনুমোদনের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় উপস্থিত থাকিতে পারিবে।

(৩) পরীক্ষায় উপস্থিত পরিদর্শক উক্তরূপ পরিচালিত পরীক্ষায় কোনো হস্তক্ষেপ করিবেন না কিন্তু তিনি পরীক্ষার যথার্থতা বা ভিন্ন কোনো কিছু এবং কাউন্সিল কর্তৃক চাহিত অন্য যে কোনো বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করিবে।

২২। **অনুমোদন প্রত্যাহার।-** (১) পরিদর্শকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যদি কাউন্সিলের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত কোনো পাঠ্যক্রম বা পরীক্ষা এই অধ্যাদেশ ও প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাহা হইলে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করিয়া কেন পাঠ্যক্রম বা পরীক্ষার অনুমোদন প্রত্যাহার করা হইবে না উহা লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আহব্বান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন যে প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে, উহা নোটিশ প্রাপ্তির ছয় দিনের মধ্যে নোটিশে যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রতিপালন করিবে এবং উহা যেরূপ মনে করিবে সেইরূপ বক্তব্য প্রদান করিবে।

(৩) কাউন্সিল, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং বক্তব্য বিবেচনা করিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বা পরিচালিত পাঠ্যক্রম বা পরীক্ষার অনুমোদন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে পারিবে; এবং এইরূপ ঘোষণায় এই মর্মে একটি বিবৃতি থাকিবে যে, উক্ত

প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বা পরিচালিত পাঠ্যক্রম বা পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখের পূর্বে সমাপ্ত বা, ক্ষেত্রমত, উত্তীর্ণ হইলেই কেবল অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। **রেজিস্টার প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ।-** (১) কাউন্সিল ফার্মাসিস্ট ও শিক্ষানবিস সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত রেজিস্টারসমূহ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে অথবা করাইবে, যথা:-

(ক) রেজিস্টার-ক, যাহাতে ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং উক্ত উপ-ধারার শর্ত এর দফা (অ), (আ), (ই) এবং (ঈ) এ বর্ণিত নিবন্ধিত ব্যক্তিগণের নাম থাকিবে;

(খ) রেজিস্টার-খ, যাহাতে ধারা [৪][২৪] এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) ও (গ) এবং উক্ত উপ-ধারার শর্ত এর দফা (উ), (ঊ), (ঋ) এবং (এ) এ বর্ণিত নিবন্ধিত ব্যক্তিগণের নাম থাকিবে;

(গ) রেজিস্টার-গ যাহাতে ফার্মেসিতে নিবন্ধিত শিক্ষানবিসগণের নাম থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ফার্মেসিতে শিক্ষানবিস নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ রাখিতে পারিবে, উক্তরূপ বন্ধ করিবার পর অনুরূপ অনুমোদনক্রমে, নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করিতে পরিবে, বন্ধকরণ বা পুনঃশুরু কার্যক্রম সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিয়া উক্তরূপ বন্ধকরণ বা পুনঃশুরু কার্যক্রমের দিন নির্ধারণ করিয়া নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারে নিবন্ধিত ব্যক্তি সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা:-

(ক) পূর্ণ নাম;

(খ) আবাসিক ঠিকানা;

(গ) পেশাগত ঠিকানা;

(ঘ) পিতার নাম;

(ঙ) জন্ম তারিখ ও জন্ম স্থান;

(চ) জাতীয়তা;

(ছ) যোগ্যতা;

(জ) নিবন্ধনের তারিখ;

(ঝ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

২৪। **ফার্মাসিস্ট বা ফার্মেসিতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্যতা।-** (১) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ এই অধ্যাদেশের অধীন ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্য হইবেন, যথা:-

(ক) এইরূপ ব্যক্তি যাহার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা উহার অধিভুক্ত কোনো ইন্সটিটিউশন কর্তৃক প্রদত্ত ফার্মেসিতে কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত ডিগ্রি রহিয়াছে;

(খ) এইরূপ ব্যক্তি যাহার কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত ফার্মেসিতে ডিপ্লোমা রহিয়াছে;

---

[৪] "২৩" সংখ্যার পরিবর্তে "২৪" সংখ্যা ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(গ) কোনো ব্যক্তি যিনি কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত বা অনুমোদিত ফার্মেসি বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার দুই বৎসরের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন, যথা:-

(অ) কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা উহার অধিভুক্ত কোনো ইন্সটিটিউশন হইতে ফার্মেসিতে স্নাতক সম্পন্নকারী ব্যক্তি;

(আ) কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা উহার অধিভুক্ত কোনো ইন্সটিটিউশন হইতে মূল বিষয় হিসাবে ক্যামেস্ট্রি [৫][বা বায়ো-ক্যামেস্ট্রি] বা ফার্মাসিউটিক্যাল ক্যামেস্ট্রি বা ফার্মাকোলজি বা মাইক্রো বায়োলোজিসহ বিজ্ঞানে স্নাতক সম্পন্নকারী ব্যক্তি, যাহারা ঔষধ আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২৩ নং আইন) এর অধীন ঔষধ উৎপাদনকারী হিসাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে ঔষধ এবং ড্রাগ উৎপাদন বা পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ কাজে কমপক্ষে দুই বৎসর যাবত নিয়োজিত;

(ই) ঔষধ আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২৩ নং আইন) এর অধীন নিযুক্ত ঔষধ পরিদর্শক, এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত সরকারি বিশ্লেষক;

(ঈ) ফার্মেসিতে পাঠ্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে ফার্মেসি সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ের শিক্ষক;

(উ) ফার্মেসি আইন, ১৯৬৭ এর অধীন নিবন্ধনের জন্য স্বীকৃত ফার্মেসিতে ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তিগণ;

(ঊ) ঔষধ বিধিমালা, ১৯৪৬ এর বিধি ২৪ এ "যোগ্য ব্যক্তি" হিসাবে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণ যাহরা ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বা উহার পূর্বে লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত;

(ঋ) সরকারি হাসপাতালে ঔষধ মিশ্রণ এবং সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ; এবং

(এ) সরকারি হাসপাতাল কর্তৃক ঔষধ মিশ্রক এবং সরবরাহকারী হিসাবে যোগ্য বলিয়া সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ।

(২) কোনো ব্যক্তি, উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ফার্মেসিতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্য হইবেন, যদি তিনি এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধিত একজন ফার্মাসিস্ট কর্তৃক ফার্মেসির ছাত্র বা শিক্ষানবিস হিসাবে গৃহীত হন এবং কাউন্সিল কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্যে অনুমোদিত হন।

(৩) কোনো ব্যক্তি ফার্মাসিস্ট বা ফার্মেসিতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) উম্মাদ হন এবং আদালত কর্তৃক উক্তরূপে ঘোষিত হন; এবং

(খ) কাউন্সিলের মতে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে কোনো আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন।

---

[৫] "বা বায়ো-ক্যামেস্ট্রি" শব্দগুলি ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ৪ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২৫। **নিবন্ধনের পদ্ধতি।-** (১) ধারা ২৩ এর অধীন নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হইলে কাউন্সিল, যতদ্রুত সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ফার্মাসিস্ট বা ফার্মেসিতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিবন্ধত হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করিয়া নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তথ্য এবং ফরমে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফিসহ নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৩) কাউন্সিল তদ্‌কর্তৃক প্রতিটি আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই-বাছাই করিবে এবং, যদি ইহা সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী ধারা ২৪ এর অধীন নিবন্ধনের যোগ্য, তাহা হইলে উপযুক্ত রেজিস্টারে আবেদনকারীর নাম লিপিবদ্ধ করিবার নির্দেশ দিবে।

(৪) যদি কাউন্সিল কোনো আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে আবেদন প্রাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে উক্তরূপ প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবে, এবং আবেদনকারী উক্তরূপ অবহিত হইবার ষাট দিনের মধ্যে উক্তরূপ প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে, এবং সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৫) [*ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ৫ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।*]

২৬। **নিবন্ধন সনদ।-** (১) ধারা ২৫ এর অধীন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে কাউন্সিল একটি নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদে একটি নম্বর ও কাউন্সিলের দাপ্তরিক সিল থাকিবে এবং উহা সভাপতি ও সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ থাকিবে যথা:-

(ক) নিবন্ধিত ব্যক্তির পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি;

(খ) নিবন্ধিত ব্যক্তির পূর্ণ স্বাক্ষর;

(গ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বিবরণসহ সনদের একটি অনুলিপি কাউন্সিলের রেকর্ডে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো কারণে যদি মূল সনদ হারাইয়া যায়, বিকৃত হয় বা নষ্ট হইয়া যায় অথবা অন্য কোনো কারণে, যে ব্যক্তিকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তি, মূল সনদের সময় যে ফি প্রদান করিয়াছিলেন সেই ফি প্রদান করিয়া উহার প্রতিলিপি উঠাইতে পারিবেন।

[৬][(৫) এই ধারার অধীন প্রদত্ত সনদ উহা প্রদানের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে আবেদনের ভিত্তিতে, মূল সনদের জন্য যে ফি প্রদান হইয়াছিল উহা প্রদান করিয়া সনদ নবায়ন করা যাইবে।]

২৭। **সনদ প্রত্যাহার।-** (১) কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব ও শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাকে প্রদত্ত নিবন্ধনের সনদ প্রত্যাহার করিতে পারিবে, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (৩) এ নির্ধারিত কোনো অযোগ্যতা অর্জন করেন; বা

(খ) বিষ আইন, ১৯১৯ (১৯১৯ সনের ১২ নং আইন), ক্ষতিকর ঔষধ আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ সনের ২ নং আইন), ঔষধ আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২৩ নং আইন) বা এই অধ্যাদেশ অথবা উক্তরূপ আইনসমূহের অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করেন; বা

---

[৬] উপ-ধারা (৫) ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ৬ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(গ) ফার্মাসিস্ট হিসাবে পেশা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালন না করেন বা করিতে ব্যর্থ হন; বা

(ঘ) এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত পেশাগত অসদাচরণের দোষে দোষী সাব্যস্ত হন।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো নিবন্ধন সনদ প্রত্যাহার করা হয়, যে ব্যক্তির সনদ প্রত্যাহার করা হইয়াছে তাহাকে উক্তরূপ প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদান করিয়া যে রেজিস্টারে তাহার নাম লিপিবদ্ধ ছিল সেই রেজিস্টার হইতে তাহার নাম বাদ দিতে হইবে এবং তাহার নিবন্ধন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হইবে।

(৩) কাউন্সিল, স্বীয় উদ্যোগে, বা এতদুদ্দেশ্যে উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে, সনদ প্রত্যাহার সংক্রান্ত ইহার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে; এবং উক্তরূপ পুনর্বিবেচনার বিষয়ে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

২৮। **ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের জন্য পরীক্ষা।-** (১) ফার্মাসিস্ট হিসাবে নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে, কাউন্সিল, এতদুদ্দেশ্যে নোটিশ প্রদান করিয়া, প্রতি বৎসর [৭][* * *] পরীক্ষা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষা বাংলাদেশের কমপক্ষে তিনটি স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নোটিশ বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা ও একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় [৮][কমপক্ষে দুই দিন] প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে পরীক্ষায় ভর্তির আবেদন করিতে হইবে এবং ইহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে-

(ক) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফি;

(খ) কোনো সম্মানীত ব্যক্তির নিকট হইতে নৈতিক চরিত্র ভাল সংক্রান্ত সনদ; এবং

(গ) কাউন্সিল কর্তৃক চাহিত অন্যান্য দলিল বা তথ্য।

২৯। **পরীক্ষায় ভর্তির যোগ্যতা।-** ধারা ২৮ এর অধীন কোনো পরীক্ষায় ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী,-

(ক) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত তারিখে সতেরো বৎসর বয়সের কম হইবেন না;

(খ) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে সাধারণ বিজ্ঞানসহ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; এবং

(গ) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ফার্মেসিতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিবন্ধনের মেয়াদ কমপক্ষে দুই বৎসর হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন ফার্মেসিতে শিক্ষানবিসের নিবন্ধন চলমান না থাকার সময়ে এবং ইহার পরের দুই বৎসর দফা (গ) প্রযোজ্য হইবে না ।

৩০। **নিবন্ধন ব্যতিত প্র্যাকটিস করিবার উপর নিষেধাজ্ঞা।-** (১) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার দুই বৎসর, অথবা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত

---

৭ "দুইবার" শব্দ ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ৭ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

৮ "কমপক্ষে অবিরত এক সপ্তাহ" শব্দগুরির পরিবর্তে "কমপক্ষে দুই দিন" শব্দগুলি ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ৭ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

পরবর্তী সময়ের পর, কোনো ব্যক্তি নিবন্ধন ব্যতিত ফার্মাসিস্ট হিসাবে প্র্যাকটিস করিতে পারিবে না এবং তিনি যে জায়গায় প্র্যাকটিস করিবেন উহার দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো স্থানে নিবন্ধন সনদ প্রদর্শন করিবেন।

(২) কেহ ফার্মেসি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোনো ফার্মাসিস্টকে নিয়োগ করিলে, যে জায়গায় ব্যবসা পরিচালিত হইতেছে উহার দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো স্থানে উক্তরূপে নিযুক্ত ফার্মাসিস্টের নিবন্ধন সনদ প্রদর্শন [৯][করাইবেন]।

(৩) কেহ উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে, প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ পাঁচ শত টাকা জরিমানা, এবং পরবর্তী প্রত্যেকবার অপরাধের জন্য তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) মেডিকেল কাউন্সিল আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৩০ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত নিবন্ধিত মেডিকেল চিকিৎসক, বা এ্যালোপ্যাথিক সিস্টেম (অপব্যবহার প্রতিরোধ) অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সনের ৬৫ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন এন্টিবায়োটিক ও বিপজ্জনক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি নিজের রোগীর জন্য ঔষধ প্রস্তুত করেন বা নিজের ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন;

(খ) কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো সংরক্ষণাগার বা স্থানে মূল এবং বন্ধ ধারকে গৃহস্থালির উদ্দেশ্যে অ-বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবসা করেন, অথবা ঔষধ আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২৩ নং আইন) এর প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে গৃহস্থালিতে অ-বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করেন;

(গ) কোনো ব্যক্তি যিনি ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, বায়ো-ক্যামিক বা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সিস্টেমের অধীন ঔষধ উৎপাদন, বিক্রি বা বিতরণ করেন;

(ঘ) কোনো ব্যক্তি যিনি সরকারি হাসপাতাল বা ইন্সটিটিউশনে স্বাস্থ্য বা পশু কর্মী হিসাবে নিয়োজিত আছেন; এবং

(ঙ) কোনো ব্যক্তি যিনি কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে বিদেশী কোনো ফার্মাসিস্ট পরামর্শ, উপদেশ বা নির্দেশনা প্রদান কাজে নিয়োজিত আছেন।

৩১। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি।-** ঔষধ আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২৩ নং আইন) এর অধীন নিযুক্ত পরিদর্শক বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিত কোনো আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

৩২। **দায়মুক্তি।-** এই অধ্যাদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত বা অভিপ্রেত কাজের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা, অভিযোগ বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

৩৩। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।-** (১) কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে [১০][ক্ষুণ্ন] না করিয়া, উক্তরূপ প্রবিধানে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) কাউন্সিল এবং উহার কমিটির সভার পদ্ধতি;

---

[৯] "অবলুপ্ত" শব্দের পরিবর্তে "করাইবেন" শব্দ ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ৮ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১০] prejudice এর ইংরেজি বানান ভুল থাকায় শুদ্ধ করার জন্য "prejuudice" শব্দের পরিবর্তে "prejudice" শব্দ প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে। "ক্ষুন্ন" শব্দ ফার্মেসি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ৮ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) কাউন্সিলের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;

(গ) কাউন্সিলের হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা;

(খ) সহ-সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতি;

(ঙ) কাউন্সিলের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(চ) কাউন্সিলের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকরির শর্তাবলি;

(ছ) এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত ফি;

(জ) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রবিধান দ্বারা যে সকল বিষয় নির্ধারণ করিতে হইবে সেই সকল বিষয় এবং কাউন্সিলের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পালনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

(৩) প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সকল বা যে কোনো বিষয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের সভাপতি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে; এবং কাউন্সিল কর্তৃক প্রবিধান প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে উক্তরূপ নির্দেশনা রদ হইবে।

৩৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) ফার্মেসি আইন, ১৯৬৭ (১৯৬৭ সনের ১১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয় উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তান ফার্মেসি কাউন্সিল ও পূর্ব পাকিস্তান ফার্মেসি কাউন্সিল, অতঃপর ফার্মেসি কাউন্সিলসমূহ বলিয়া উল্লিখিত, এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, তহবিল এবং উক্তরূপ সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল স্বার্থ কাউন্সিলের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পূর্বে ফার্মেসি কাউন্সিলসমূহের বিদ্যমান যে কোনো ধরনের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব, সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশ দেয়া না হইলে, তাৎক্ষণিকভাবে কাউন্সিলের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে;

(গ) ফার্মেসি কাউন্সিলসমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে কাউন্সিলের নিকট বদলি হইবেন ও উহার কর্মচারী হইবেন এবং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্বে তাহারা যে সকল শর্তে চাকরিরত ছিলেন সেই সকল শর্তে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং কাউন্সিল কর্তৃক যথাযথভাবে তাহাদের চাকরির শর্তাবলি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শর্তে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে বদলিকৃত কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী কাউন্সিলের চাকরিতে থাকা বা না থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন;

(ঘ) কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ফার্মেসি কাউন্সিলসমূহ কর্তৃক বা উহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা বা আইনগত কার্যধারা কাউন্সিল কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (১) এর অধীন উক্ত আইন রহিতকরণ সত্ত্বেও, এই অধ্যাদেশের ধারা ৪ এর অধীন কাউন্সিল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রজ্ঞাপন নং- এস-৪/২সি-৩১/৭২-৩৩২, তারিখ ৫ আগস্ট, ১৯৭২ এর অধীন সরকার কর্তৃক গঠিত এড-হক কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে।